০৭-০৮-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন সুখ-শান্তির মনস্কামনা পূর্ণ করতে, যদি তোমরা শান্তি চাও তবে নিজের কর্মেন্দ্রিয় থেকে ডিট্যাচড (নির্লিপ্ত) হয়ে যাও, নিজের স্ব ধর্মে স্থির হও"

প্রশ্ন : - পূজনীয় হওয়ার পুরুষার্থ কি ? তোমাদের পূজা কেন হয় ?

উত্তর : - পূজনীয় হতে বিশ্বকে পবিত্র করার সেবায় সহযোগী হও। যে জীব আত্মারা বাবাকে সহযোগ করে বাবার সঙ্গে তাদেরও পূজো হয়। তোমরা বাচ্চারা শিববাবার সঙ্গে শালিগ্রাম রূপে পূজিত হও, আবার সাকার রূপে লক্ষ্মী নারায়ণ বা দেবী-দেবতা রূপেও পূজিত হও। এখন তোমরা পূজনীয় এবং পূজারী দুয়েরই রহস্য বুঝেছ।

গীতঃ - মাতা ও মাতা তুমিই ভাগ্যবিধাতা .....

ওম্শান্তি। অবশ্যই মাতাদের সৌভাগ্যশালী করেন পিতা । মহিমা তো একজনের-ই গায়ন আছে। সকলের সদগতি দাতা হল একজন। স্মরণও সেই একজনকেই করা হয়। এইসব তো বাচ্চারা তোমাদের মহিমা। তোমরা জানো যে আমাদের দুর্ভাগ্যবান থেকে সৌভাগ্যবান করেন পিতা। ভারত সৌভাগ্যবান ছিল তারপর ভারত ১০০% দুর্ভাগ্যবান হয়েছে। ভারতের উপরেই এই কাহিনী। এই মাতাদের সৌভাগ্যবতী করেন বাবা, যাঁকে তোমরা বাচ্চারা জানো। ওঁনার সঙ্গে তোমাদের যোগ আছে। তোমরা জানো এই সম্পূর্ণ রচনা ওঁনার । দ্বিতীয় কোনো মানুষ এই রচনা ও রচয়িতার বিষয়ে জানে না। এইসব চিত্র ইত্যাদি কে তৈরি করেছে ? তোমরা বলবে শিববাবা করেছেন। কার সাহায্যে? যদিও মাতা অথবা সাকার পিতার সাহায্যে করেছেন বলা হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের জ্ঞান আছে। সৃষ্টি কত বিশাল ! ভাস্কর দা গামা সম্পূর্ণ পৃথিবীর পরিক্রমা করেছে, শুধুমাত্র সাগর রয়েছে, আকাশ রয়েছে আর কিছুই নেই। এইসব তোমরা স্কুলেও পড়েছ। বাবা তবুও সব কথা নাটসেলে (সংক্ষেপে) বোঝান। তোমরা জানো ভারতে ৫ হাজার বছর পূর্বে যথাযথভাবে সত্যযুগ ছিল। সত্যযুগ শুধু ভারতে ছিল। ভারতেও সংখ্যা খুব কম ছিল। এখন তোমরা বলবে আমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে ছিলাম। যমুনা নদীর তীরে কৃষ্ণের রাজধানী ছিল, এমন গায়ন আছে। দিল্লিকে পরিস্তান বলা হয়। সবচেয়ে প্রথমে কারো রাজধানী ছিল। তোমরা বলবে আমরা সূর্যবংশী রাজধানীতে ছিলাম। পরে সব আলাদা হয়। সুতরাং বাস্তবে প্রভাব সেখানে হয় যেখানে রাজত্ব থাকে। ভারতের খুব প্রভাব আছে। এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। ধারণ করতে হবে।

শিববাবাকেই আবার সোমনাথ , জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সোমনাথ নাম পূজারীরা দিয়েছে। আসলে নাম হল শিববাবা। শিব কাকে বলে ? আত্মাদের পিতাকে। আত্মা তো হল বিন্দু। গায়ন আছে পরম পিতা পরমাত্মা, সুপ্রিম সোল। সোল অর্থাৎ আত্মা। আত্মা ছোট বড় হয়না। বাবা বলেন আমিও এনার মধ্যে প্রবেশ করি ফলে কেউ জানতে পারেনা। কিন্তু বুঝতে পারে ভ্রু যুগলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে । তাই বলা হয় মস্তক মণি, কারণ মস্তকে মণি আছে। মণি আত্মাকে বলা হয়। বলা হয় সাঁপের মস্তকে মণি থাকে। এইসব কথা বাস্তবে বর্তমান সময়ের। আত্মা রূপী মণি প্রকাশিত হয়। ভ্রু যুগলের মধ্যে অবস্থান করে। বাবা তো বাচ্চাদের রোজ নতুন কথা বোঝান । মুখ্য কথা

বুঝতে হবে - আমি হলাম স্বদর্শন চক্রধারী । বাবা বলেন আমার আত্মাকে পরম আত্মা বলা হয় , আমি হলাম জন্ম-মরণ রহিত। আমি যদিও আসি। নিরাকারের মন্দির নির্মিত আছে। পূর্বে এই জ্ঞান ছিলনা। অবশ্যই নিরাকার এসে কিছু তো করেছেন। নিরাকার আসেনও পরিবারে। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাও আসেন। তাঁদেরও শরীর দেখানো হয়েছে। লিঙ্গ রূপে কেবল শিবকেই দেখানো হয়। শিবের মন্দিরে শিবলিঙ্গের সাথে শালিগ্রামও আছে। এমন নয়, কৃষ্ণের বা লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে শালিগ্রাম দেখানো হয়। অতএব প্রমাণিত হয় যে এক পিতার সব সন্তান। আত্মারও পূজো হয় , দেবতাদেরও পূজো হয়। রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। বাবা এই যজ্ঞ রচনা করেছেন জীব আত্মাদের দ্বারা। যেমন বাবার পূজো হয় তেমনই তোমাদের আত্মারও পূজো অবশ্যই হওয়া উচিত। তারপর যাঁরা সাকারে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বরূপ ধারণ করেন, তাঁদের পূজা হয়। সেই নাম প্রচলিত হয়েছে। এখানে তোমরা আত্মারা সার্ভিস করছ এই শরীর দ্বারা তাই আত্মারা তোমাদেরও পূজো হয়। শিববাবা বলেন আমিও এদের চেয়ে বেশি সার্ভিস করি তাই সর্ব প্রথমে আমার পূজো হয়। তারপর যে আত্মাদের সাহায্যে সার্ভিস করি, সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র করি, তাদেরও পূজো নিশ্চয়ই হওয়া উচিত। সবার পূজো হয়। কম পক্ষে লক্ষ শালিগ্রাম তৈরি হয়। ধনী ব্যক্তিরা রুদ্র যজ্ঞের আয়োজন করে তাতে কেউ ৫ হাজার, কেউ ১০ হাজার, কেউ লক্ষ শালিগ্রাম তৈরি করে। এ হল পরমাত্মা এবং আত্মাদের পূজা। বাবা বোঝান - তোমরা আত্মারা এই পতিত শরীর দ্বারা সেবা কর। সবচেয়ে বেশি সেবা শিববাবা করেন এবং তারপরে তোমাদের দ্বারা করান তাই আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদেরও পূজো হয়। বাবার সঙ্গে সর্বপ্রথম তোমাদের মহিমা হওয়া উচিত। কেউ তো জানে না । না জানে রুদ্রকে, না জানে শালিগ্রামকে, যারা রাজ্য প্রাপ্ত করেছে। এখন তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করছ। মুখ্য জনের পূজো হয়, তাঁরা হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাঁদের বংশাবলী গায়ন আছে। তাঁরাও এই রাজত্ব কারো সাহায্যে প্রাপ্ত করেছেন তাইনা। বাচ্চারা, তোমাদের সাহায্যে এই রাজধানী স্থাপন হয়। খুব মিষ্টি এই কথা। নাটসেলে কথা বাবা বোঝাচ্ছেন যাতে ধারণা করতে পারো। ধারণ করার মুখ্য কথা হল - আমি পিতা আমায় স্মরণ করো।

তোমাদের আত্মায় বৃক্ষ বা ঝাড় এবং চক্রের নলেজ আছে। নম্বরওয়ান সর্বশ্রেষ্ঠ পূজনীয় শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা, যিনি বসে তোমাদের এমন যোগ্য করে তুলছেন। আত্মারা তোমাদের পূজো হয়। আমরা পূজ্য এবং পূজারী কিভাবে হই সেসব তোমরা এখন বুঝেছ। ভারতবাসী পূজ্য ও পূজারী হয়। এখন সবাই হল পূজারী তারপরে পূজ্য রূপে পরিণত হবে। সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে কোনো পূজারী ভক্ত হবেনা। তাঁদের ভগবতী ভগবান অবশ্যই ভগবান-ই বানিয়েছেন । এখন ভগবান কি নিরাকার নাকি সাকার ? সাকারে উঁচু থেকে উঁচু হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাঁদের এমন তৈরি করেছেন নিরাকার, তাইজন্যে নিরাকারের পূজো হয়। এই সব কথা বাচ্চারা তোমাদের বোঝান হয়। সর্বপ্রথম বাবার উপরে নিশ্চয় রাখতে হবে। যথাযথভাবে আমরা আত্মা, তিনি হলেন আমাদের পিতা । কেউ যদি বলে - হে ভগবান, হে পরম পিতা তখন বলো কে স্মরণ করছে এবং কাকে ? একদম মুখ্য কথায় প্রশ্ন করা উচিত। তোমাদের কয়জন পিতা ? তোমরা কাকে স্মরণ করো ? ভগবান কাকে বলো ? তারা বলবে গড ফাদার। তাহলে নিশ্চয়ই দুই জন পিতা আছেন। আত্মা স্মরণ করে গড ফাদারকে। তোমাদের আত্মাও আছে এবং শরীরও আছে। শরীরের তো লৌকিক পিতা আছেন। আত্মার পিতা কে ? যাঁকে বলা হয় পরম পিতা পরমাত্মা। এই কথা কে বলছে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে ? সেই বেহদের পিতার পরিচয় দিতে হবে। ওঁনার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা বাবাও ওঁনাকেই স্মরণ করেন। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামও রাখা হয়েছে। কেউ গড বলে, কেউ পরমাত্মা,

কেউ খুদা বলে। সব ধর্মের লোকেরা স্মরণ কিন্তু একজনকেই করে। তিনি হলেন সব আত্মাদের পিতা। বর্সা পিতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা আত্মারা ওঁনাকেই স্মরণ কর। দুইজন পিতার পরিচয় দিতে হবে - হদের পিতা (দেহের পিতা) এবং বেহদের পিতা (আত্মার পিতা) । ভক্তি মার্গে ভক্তগণ ভগবানকে স্মরণ করে তাই ভগবান বলেন - আমি আসি, এসে তোমাদের শান্তি-সুখ প্রদান করি। তারপরে আর কখনও আমায় স্মরণ করার প্রয়োজন থাকবেনা। অতএব ভারতবাসীরাই পূজ্য-পূজারী, পাবন-পতিত হয়। বাকি মধ্যিখানে অন্য ধর্মের স্থাপনা হয়। তারপরে বৃদ্ধি হতে হতে শেষ সময়ে তাঁরাও সব তমোপ্রধান হয়ে যায়। শেষের দিকে সম্পূর্ণ ঝাড় প্রত্যক্ষ হয়। সেখানে খালি হবে তবে তো সবাই আবার ফিরে যাবে। সুতরাং এখন হল পতিত দুনিয়া। গায়নও আছে পতিত-পাবন .... অর্থাৎ নিশ্চয়ই পতিত হয়েছে তাইনা। ভারত পবিত্র ছিল এখন পতিত হয়েছে। শিববাবা অবশ্যই আসেন কিন্তু কবে আসেন , কিভাবে আসেন ... সেসব বিস্মৃত হয়েছে। কৃষ্ণ বলেননা যে আমি শরীর ধারণ করে তোমাদের বোঝাই। এইসব তো নিরাকার বাবা বলেন আমি এনার দ্বারা তোমাদের বোঝাই, অর্থাৎ সে তো পৃথক হল কিনা। কৃষ্ণকে তুমি নিজেই গীতার ভগবান মনে কর। ভগবান বলেন আমি সাধারণ বানপ্রস্থ অবস্থা প্রাপ্ত দেহে প্রবেশ করি। বাবা বলেন - আমি তোমাদের জন্মের কাহিনী জানি। শিববাবা এনার ভিতরে প্রবেশ করেন। কৃষ্ণকে ভগবান, পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয়না। যদিও গীতা ওনার হাতে আছে তবুও বলা হয় পতিত-পাবন সব সীতাদের রাম বলা হয়, রাধে কৃষ্ণ বলা হয়না।

রাম অর্থাৎ পরম পিতা পরমাত্মা। ত্রেতার রামকে যদি বলা হয় তবে তো ওনার চেয়ে উঁচুতে আছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাহলে ওনাদের নাম নেওয়া হয়না কেন ? কিন্তু তা নয়। এইখানে কথা হচ্ছে পরমাত্মার। হেভেনলি গড ফাদার নিরাকারকে বলা হবে। লিব্রেটর, গাইড বাবাকেই বলা হয়। ক্রাইস্ট সকলের উদ্ধার করেন না। কারো নাম নেওয়া যাবেনা। বাবা এসে দুঃখ থেকে লিব্রেট করেন। তিনিই গাইড রূপে বলেন আমি তোমাদের পথ বলি। বাবা এসে তোমাদের আপন করেছেন। এই হল তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম। তোমরা শিববাবার কাছে শক্তি প্রাপ্ত কর। তোমাদের হল সাইলেন্স শক্তি, তাদের হল সাইন্স স্কি। তারা বুদ্ধি দ্বারা কাজ করে, তাদের সাইন্স অহংকারী বলা হয়, যার দ্বারা বিনাশ করে। সুখ সাইন্স দেয় তো বিনাশও সাইন্স করে। তোমাদের কাছে সেখানে এরোপ্লেন ইত্যাদি সবই থাকবে। দক্ষতা তো থাকেই তাইনা। এইসব জিনিস তোমাদের কাজে আসবে। বিদেশে এমন বাতি তৈরি হয় যে শুধুমাত্র আলো দেখা যাবে, বাতি নয়। সত্যযুগেও এমন ভাবেই আলো থাকে। যা বৈভব ধন সম্পদ এখন এখানে আছে সেসব তোমাদের ওখানেও থাকে। তোমরা সাক্ষাৎকার করেছ। সেখানে তো একসিডেন্ট ইত্যাদির কোনো কথা নেই। দুঃখের কোনো কথা নেই। বাবা এসে তোমাদের সুখ ও শান্তির মনোস্কামনা পূর্ণ করেন।

মানুষ শান্তির জন্য বিভ্রান্ত হয়, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমাদের অশান্ত কে করেছে ? এইসব তোমরা জানো। এই ৫- টি বিকার অশান্ত করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা, তারা ভুলে গেছে। আত্মা হল শান্ত স্বরূপ। হে আত্মা, তোমরা এসেছ শান্তির দেশ থেকে তারপরে এই দেহ বা অর্গান ধারণ করেছ। এখন তোমরা এই দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাও, ডিট্যাচড হয়ে যাও। এইজন্যে কোনো প্রাণায়াম ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই। গুহায় কতক্ষণ বসবে। আত্মা বলে আমি এই দেহ থেকে ডিট্যাচড হই কারণ আমি খুব ক্লান্ত। এখন এই শরীরের কথা ভুলে যাই। এখন বাবা বলেন তোমরা নিজের স্ব ধর্ম এবং স্ব দেশকে স্মরণ করো। তোমরা আসলে সেখানকার বাসিন্দা। নিজের ঘরকে

স্মরণ করো। কর্ম তো করতেই হবে। কর্ম বিহীন হয়ে থাকা যাবেনা। তারা ভাবে আমরা নিজের হাতে ভোজন তৈরি করিনা তাই কর্ম সন্ন্যাস নাম দিয়েছে। কিন্তু কর্ম সন্ন্যাস তো হতেই পারেনা। তাদের ধর্মই এইরকম। গৃহস্থের কাছে ভোজন গ্রহণ ক'রে ফলে গৃহস্থে জন্ম নিয়ে নিবৃত্তি মার্গে যায় কারণ ভারতকে পবিত্র করতে হবে। ভারতে পবিত্রতা ছিল। সবাই পবিত্র ছিল। এখন সব পতিত হয়েছে। বাবা বসে এই রহস্য বোঝাচ্ছেন। তারপরে বলেন – বাচ্চারা, আর কিছু কোরোনা, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা আমার কাছে আসবে। ড্রামা পুরো হবে। সতো, রজো, তমো স্থিতি পার করে এখন সবাইকে ফিরতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার : –

১) নিজেকে এই শরীরে ভ্রু যুগলের মধ্যিখানে স্থিত উজ্জ্বল মণি ভাবতে হবে। স্ব দর্শন চক্রধারী হতে হবে।

২) নিজের স্ব ধর্ম ও স্ব দেশ স্মরণ করে শান্তির অনুভব করতে হবে। বুদ্ধি কে চঞ্চল করবেনা। এই শরীর থেকে ডিটাচ থাকার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান : – প্রতিদিন সর্বদা স্ব উৎসাহে থেকে সর্বকে উৎসাহ প্রদানকারী রুহানী সেবাধারী ভব

ব্যাখা: বাপদাদা সকল রুহানী সেবাধারী বাচ্চাদের স্নেহের এই উপহার দেন যে "বাচ্চারা প্রতিদিন স্ব উৎসাহে থাকো এবং সর্বকে উৎসাহ দেওয়ার উৎসব পালন করো" ফলে সংস্কার মেলাবার, সংস্কার মেটাবার পরিশ্রম থেকে মুক্ত হবে। সর্বদা এই উৎসব পালন করলে সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে। তখন আর সময়ও দিতে হবেনা, শক্তির প্রয়োগও করতে হবেনা। খুশীতে নাচবে, উড়বে এমন ফরিস্তা হয়ে যাবে।

স্লোগান – যে ড্রামার রহস্যকে বুঝে নাথিং নিউ –এর পাঠ পাক্কা করে সে-ই হল বেফিকর বাদশাহ (চিন্তামুক্ত সম্রাট) ।